

মহাপুরুষের ৩২টি শারীরিক লক্ষণ

সামুদ্রিক শাস্ত্র অনুসারে মহাপুরুষের নম্নলিখিত এই ৩২টি শারীরিক লক্ষণ থাকবে

সামুদ্রিক শাস্ত্রে ব্যক্তির শরীরের লক্ষণ দেখে তাঁদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায়। শরীরের কোন লক্ষণ শুভ, তা-ও জানানো রয়েছে এই শাস্ত্রের মধ্যে – এমন ৩২টি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা কোনও শরীরে থাকলে তাঁরা ভাগ্যবান ও মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য হন।

“ইমস্মিৎ সতি, ইদং হোতি, ইমসুপ্পদা ইদং, উপ্পজ্জতি,
ইমস্মিৎ অসতি, ইদং ন হোতি, ইমস্ নরিরোধা, ইদং নরিরুজ্জতি”।

অর্থাৎ, এটা হলে ওটা হয়, এটার উৎপত্তিতে ওটার উৎপত্তি, এটা না হলে ওটা হয় না, এটার নরিরোধে ওটার নরিরোধ হয়। মানে, বত্রিশি প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সম্বলিত হতের উদ্ভব হতুে নরিরোধে ফলের নরিরোধ।

মর্মার্থ : শাস্ত্রোক্ত মতে মানুষ জন্মইে এসব বত্রিশি মহাপুরুষ লক্ষণের হতুে সমূহ সৃষ্টিকরছেন বা মহাপুরুষ লক্ষণ উদ্ভূত হবার মত সৎ কর্ম ও উপলব্ধিকরা যায় যে, কুশল কর্মাদি সম্পাদন করে পারমী পূরণেরে সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষতের হল মানব জন্ম। কনিতু মানব জন্ম অতি দুর্লভ, আর তাই সকলেরে উচতি কুশল কর্মাদি সম্পাদনের মাধ্যমে নজিকে অগ্রগতির দিকে পরিচালতি করা। বত্রিশি মহাপুরুষ লক্ষণ উদ্ভবের প্রতটিতিে কুশলজাত হতের ফল বদ্বিমান এগুলোর একটি পালন করলেও তা ভবষিৎ সমৃদ্ধির ক্ষতেরে সুফল দায়ক এবং সহায়ক। সুতরাং সকলেরে প্রত্যাশা এবং উদ্যম হোক সৎ চনিতা, সৎ বাক্য ও সৎ কর্মেরে অনুশীলন।

"প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ কিকি? অথবা কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যতে পারে? কোন কোন সাধন লক্ষণ যোগ্যতা থাকলে কোন ব্যক্তিকে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলা যতে পারে?"

কনিতু আমরা শাস্ত্রানুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " তাকেই বলবো - যনি "আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি" প্রাপ্ত হয়েছেন। তাই যনি "আত্মজ্ঞান-পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পরম মুক্তি" প্রাপ্ত হয়েছেন তাকে আমরা "প্রকৃত মহাত্মা"এর সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমরা শাস্ত্রানুসারে "সদগুরু / ব্রহ্মজ্ঞানী / মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ / প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি। তাই যনি "মহাপুরুষ" তনি "প্রকৃত মহাত্মা" তো তনি আগইে হয়েছেন কনিতু যনি "প্রকৃত মহাত্মা" তার মুক্তি এখনো বাকি -তনি এখনো সাধন পথে ব্রতী। আর যনি "মহাপুরুষ" তনি সাধনা সাম্যক রূপে সিদ্ধিকরছেন -তার পরম মুক্তি লাভ হয়ে গিয়েছে - তার যার সাধনা বাকি নইে -তনি শুধু পরমমুক্তির পথ-প্রদর্শক।

তাহলে বোঝা গেলো যে যিনি -"প্রকৃত মহাত্মা" -তিনি ধর্ম উপদশে দিতে পারেন কিন্তু দীক্ষা দিতে পারেন না অথবা এক কথায় বলা যায় যে -শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" তিনি ধর্ম উপদশে দিতে পারলেও দীক্ষা দেওয়ার অধিকার শাস্ত্রানুসারে তার নেই । তাই শাস্ত্রানুসারে যিনি "প্রকৃত মহাত্মা" হয়ও যদি তিনি দীক্ষা দেন তো শাস্ত্রানুসারে তাকে " ধর্মরেগুলানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে ।

একমাত্র যিনি " "আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি" / কবৈল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মসংস্থিতি " লাভ করছেন তারই দীক্ষা দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে " প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি । শাস্ত্র যদি দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণের কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভকারী "প্রকৃত মহাত্মা" কেও দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলে " ধর্মরেগুলানিকারী / ভন্ড / শাস্ত্রাদ্রোহী / গুরুদ্রোহী " বলে , তাহলে চিন্তা করুন আজ এই কলিযুগে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণের কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ না করেও যারা দীক্ষা দেন তাদিকে তাহলে কবিলা যাবে ????

তাহলে বোঝা গেলো যে একমাত্র যিনি " " "আত্মজ্ঞান/পরমাত্মজ্ঞান / ব্রহ্মজ্ঞান /পরম মুক্তি" / কবৈল্য / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মসংস্থিতি " লাভ করছেন তারই দীক্ষা দেওয়ার শাস্ত্রসম্মত অধিকার হয়েছে এবং তাকেই একমাত্র আমরা শাস্ত্র অনুসারে "প্রকৃত মহাপুরুষ " বলতে পারি এবং " প্রকৃত মহাপুরুষ "রুপি সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ ব্যাক্তিই একমাত্র "প্রকৃত দীক্ষা " দেওয়ার শাস্ত্র অনুসারে অধিকারী এবং ঐরকম সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে কেও যদি দীক্ষা প্রাপ্ত হয় তবেই আত্ম-উন্নতির রাস্তায় সেই দীক্ষা প্রাণবন্ত হয় নচেৎ নসিপ্রান-ভন্ড দীক্ষায় কি উন্নতি হয় ????

আর একটা কথা - "প্রকৃত মহাত্মা" এর কথা -বার্তায় একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে উনি শাস্ত্র অনুসারে দশ সাধন যোগ্যতা-লক্ষণের কোনো এক একটা সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ লাভ করছেন কিন্তু " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর সঙ্গে বছরের পর বছর মশিলেও তার আচার -আচরণে , কথা-বার্তায় (একমাত্র যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন) কেও কোনো ভাবে মোটেও বুঝতে পারে না যে উনি একজন " প্রকৃত মহাপুরুষ " ।

তাহলে বোঝা গেলো - "প্রকৃত মহাত্মা" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর তফাৎ কি ??? " প্রকৃত মহাপুরুষ " যিনি - একমাত্র যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলে সেই " প্রকৃত মহাপুরুষকে " বাইরে থেকে চিনিবার উপায় কি ? বা শাস্ত্রকে কি কিছু এমন লক্ষন দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব লক্ষন এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষকে " (তাতে যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও) চিনতে পারা যাবে ?????

হাঁ - বৈদিক শাস্ত্রের এমন কিছু শরীর লক্ষন দেওয়া আছে যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ও সে সব শরীর লক্ষন (মিলিয়ে) এর দ্বারা " প্রকৃত মহাপুরুষ" কে তা অতি সহজেই (তাতে যদি উনি নিজেকে কাহাকেও ইচ্ছাকৃত ধরা না দেন তাহলেও) চিনতে পারা যাবে । সেগুলো বৈদিক শাস্ত্রের " প্রকৃত মহাপুরুষ" এর 32 শরীর লক্ষন বলে বিস্তারিত দেওয়া আছে । এই 32 শরীর লক্ষন যে কোনো " প্রকৃত মহাপুরুষ / মুক্তপুরুষ / পরমমুক্তপুরুষ / কবৈল্যপুরুষ / ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মসংস্থিমিহাপুরুষ / সদ্ধিপুরুষ " এর রক্ত-মাংসের শরীরে বিদ্যমান থাকে -যা বাইরে থেকে ভালো করে পরিলক্ষ্য করলে জানা যায় যে উনি " প্রকৃত মহাপুরুষ " না " প্রকৃত মহাপুরুষ" নন । এই লক্ষন জ্ঞান থাকলে "ভন্ডপুরুষ" আর " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর জ্ঞান উৎপন্ন হয় - যার ফলে "ভন্ডপুরুষ" এর পালায় পড়ে

দকিভ্রষ্ট বা প্রতারণা হতে হয় না 1

এই লক্ষণ জ্ঞান দ্বারা কে " প্রকৃত মহাপুরুষ " !!!!- এটা জনৈক সেরে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর চরণ বন্দনা করে দীক্ষা প্রার্থনা দ্বারা যদি সেরে " প্রকৃত মহাপুরুষ " কৃপাতে সেরে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর কাছে দীক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে "পরম মুক্তির প্রকৃত রাস্তা" পাওয়া সম্ভব হয় - এটাই শাস্ত্রে সদগুরু দীক্ষা প্রাপ্তি বলে --- ইহাই প্রাণবন্ত দীক্ষা 1

এবার আমরা নম্নে শাস্ত্রে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ বর্ণনা করার চেষ্টা করবো

সাধন যোগ্যতা-লক্ষণ সম্পন্ন " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর আছে দীক্ষা না পেয়ে সাধনহীন ভন্ড লোককে গুরু বলে ভক্তি করে দকিভ্রষ্ট ও প্রতারণা হওয়ার থেকে দীক্ষাহীন অবস্থায় থাকা অনেকে ভালো কারণ তাতে অজানতি অবস্থায় ধর্মগলানিরূপিকাজ তো হয় না - তার চেয়ে সদগুরু না পাওয়া পর্যন্ত দীক্ষা না হলে কমপক্ষে কুলগুরু এর কাছে দীক্ষা নিয়ে সদগুরুর অপেক্ষা করা অনেকে ভালো কিন্তু কোনও সাধন যোগ্যতা-লক্ষণহীন কোনও ভন্ড -রত্নিকি / আশ্রমের মহারাজ / সাধুবংশী লোক এর কাছে দীক্ষার থেকে - দীক্ষা না নিয়ে (অদীক্ষিত থাকা) ঈশ্বরের কাছে সদগুরু প্রাপ্তি কামনায় দিন কাটানো অনেকে ভালো -কারণ আত্মজ্ঞান এর রাস্তায় দকিভ্রষ্ট / প্রতারণা হলে বহু জন্ম নষ্ট হবার ভয় থাকে 1 তাই শাস্ত্র সম্মত " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ বিচার করেই দীক্ষা নেওয়া উচিত 1

যায় হোক কেও যাত্রে দকিভ্রষ্ট না হয় তার জন্যে আমরা বৈদিক শাস্ত্রে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ নম্নে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো

32 শরীর লক্ষণ-- এক একটি শরীর লক্ষণ অপর শরীর লক্ষণ সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত , তাই কারো মধ্যে কোনও একটা সামান্য মলি পেয়ে তাকে মহাপুরুষ ভাববো না , সব লক্ষণ একসঙ্গে একই দহে থাকতে হবে 1

বৈদিক শাস্ত্রে " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ নম্নে বর্ণনা করলেও হাতে-কলমে এই বিশেষ শিক্ষা কোনও এই শিক্ষাজ্ঞানীর কাছে করলে তবেই পূর্ণ লক্ষণ জ্ঞান হয় নচেৎ শুধু পড়ে (হাতে-কলমে না শিখিই) এই লক্ষণ জ্ঞান এর পূর্ণ জ্ঞান হয় না , কিন্তু প্রাথমিক জ্ঞান অবশ্যই হয় - তাই প্রথমে বহু লোকের প্রাথমিক জ্ঞান এর জন্যে আমরা নচেৎ এই বর্ণনা করে চেষ্টা করছি 1 কিন্তু এই বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষায় মূল ও পূর্ণ 1

" প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 টি শরীর লক্ষণ আছে , "প্রকৃত মহাত্মা"দের 20-22 টি লক্ষণ , সতী-সাদ্বী সাধক নারীদের মধ্যে 18-20 টি লক্ষণ , দেবতাদের 15-18 টি লক্ষণ , সতী-সাদ্বী সাধারণ নারীদের মধ্যে 6-8 টি লক্ষণ থাকে , ভালো উদার মানুষের 4-8 টি লক্ষণ , নচিলোকদের বা দৈত্যদের নচিরে লক্ষণের বিকৃত লক্ষণ থাকে 1

বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ :- (" প্রকৃত

মহাপুরুষ " এর একসঙ্গে 32 টি সব লক্ষণ থাকতে হবে , কোনোটো একটা-দুটো-কয়কোটা লক্ষণ থাকলে নয়)

“ইমস্মিং সতি, ইদং হোতি,ইমস্ সুপ্পদা ইদং, উপ্পজ্জতি,
ইমস্মিং অসতি, ইদং ন হোতি, ইমস্ নরিোধা, ইদং নরিজ্জতি”।

অর্থাৎ, এটা হলে ওটা হয়, এটার উৎপত্তিতে ওটার উৎপত্তি, এটা না হলে ওটা হয় না, এটার নরিোধে ওটার নরিোধ হয়। মানবে, বত্রশি প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ সম্বলতি হতের উদ্ভব হতে নরিোধে ফলরে নরিোধ।

মর্মার্থ : শাস্ত্রোক্ত মতে মনুষ্য জন্মই এসব বত্রশি মহাপুরুষ লক্ষণের হতে সমূহ সৃষ্টিকরছেন বা মহাপুরুষ লক্ষণ উদ্ভূত হবার মত সং কর্ম ও উপলব্ধিকরা যায় যে, কুশল কর্মাদি সম্পাদন করে পারমী পূরণের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হল মানব জন্ম। কিন্তু মানব জন্ম অতিদুর্লভ, আর তাই সকলের উচিত কুশল কর্মাদি সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেকে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করা। বত্রশি মহাপুরুষ লক্ষণ উদ্ভবের প্রতিটিতে কুশলজাত হতের ফল বদ্যমান এগুলোর একটি পালন করলেও তা ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুফল দায়ক এবং সহায়ক। সুতরাং সকলের প্রত্যাশা এবং উদ্যম হোক সং চিন্তা, সং বাক্য ও সং কর্মের অনুশীলন।

1. চোখের মনি প্রায় সব সময় শাম্ভবী অবস্থায় অথবা অর্ধ-শাম্ভবী অবস্থায় থাকবে
2. কপাল দীর্ঘ-বিস্তৃত হবে ও মুখমন্ডল গম্ভীর হবে
3. কপালে 24 রকমের দবিয়া চহিন এর কোনোটো একটা বা কোনোটো কয়কোটা চহিন থাকবে
4. চোখের তারা উর্দ্ধমুখ হবে
5. চোখে অন্তর একগ্র দৃষ্টি এবং অগ্নিদৃষ্টি হবে ও অন্তর্ভদ্রী ও স্বচ্ছ দৃষ্টি হবে (কপটতা / চালাকি / লোভী ভাব দৃষ্টিতে থাকবে না)
6. চোখ অপলক বা পলকহীন বা বিস্তৃতখন পলকহীন হবে (নারী-পুরুষ সম দৃষ্টি)
7. চোখ আকারে ছোট বা বড় যাই হোক কিন্তু আকার নারীদের যোনি এর আকার এর মতো হবে এবং চোখের মনি এর রং গাঢ় নীল / বাদামি হবে
8. মস্তক এর তুলনামূলক বড় ও ভারী হবে
9. কান - হস্তীকর্ণ / গরুড়কর্ণ / উন্নতকর্ণ হবে
10. নাসিকা উন্নত ও দৃঢ় হবে
11. জীভ বাইরে নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করবে
12. জীভ এর অগ্রভাগ মহা সর্প-সূচালু হবে ও গলার আওয়াজ নাদ গম্ভীর হবে
13. জীভ এর নচি শরি থাকবে না (যে শরি জীভকে নচিরে চোয়ালরে সঙ্গে যুক্ত রাখে)
14. দাঁত ছদ্রি সূক্ষ্ম হবে ও দাঁত সূক্ষ্ম হবে
15. গলা দৃঢ় ও দীর্ঘ বা কছি মোটা হবে
16. পছিনে ঘাড় ছোট হতে হবে
17. কাঁধ দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে হবে
18. বুক দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে হবে
19. বুক এর স্তন বা গঠন উন্নত ও দৃঢ় হবে
20. পা , চোখের প্রান্ত, হাতের তালু , নখ এর অগ্রভাগ , ঠোঁট, চামড়া এর রং লালচে হবে
21. হাতে আপনা আপনি মুদ্রা তৈরি হয়.
- 22 .হাতের সব আঙুল দৃঢ় ও সোজা হবে (বঁকা আঙুল তমোগুণের লক্ষণ)

23. দুটি হাতের তালুতে মোট কমপক্ষে 7+ টি ত্রিশূল চহিন অথবা চক্র চহিন / মন্দরিচহিন / পদ্মচহিন / যোনী চহিন / কোনো প্রকার দ্বিয চহিন থাকতে হবে
24. হাতের তালুতে (যখনে রাখা থাকে) - বিশেষ নক্ষত্র চহিন এবং ধর্মচক্র ছদে চহিন থাকতে হবে
25. হাতের তালুর পাশে দ্বিযচক্ষু ও জ্ঞানরথো রাখা বদ্বিযমান থাকতে হবে
27. হাতের তালুতে বৃহস্পতি স্থান অত্যান্ত উঁচু এবং ধর্ম চহিন থাকতে হবে
28. নাভি খুব গভীর হবে ও পটে গঠনক্রোম হবে
29. হাঁটু ও নতিম্ব ভালভাবে উন্নত হবে
30. কোমর দৃঢ় ও তুলনামূলক সুবিনিস্থ হবে
31. উরু তুলনামূলক দৃঢ় হবে
32. দুটি পায়ের তালুতে ত্রিশূল চহিন / চক্র চহিন / মন্দরিচহিন / পদ্মচহিন / যোনী চহিন / কোনো প্রকার দ্বিযা চহিন থাকতে হবে

উপরোক্ত মাথা হইতে পা পর্যন্ত মোট " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ থাকবেই 1

তাই " প্রকৃত মহাপুরুষ " এর 32 শরীর লক্ষণ হাতে - কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে " প্রকৃত মহাপুরুষ " চিন্তে সক্ষম হন ও ভন্ড দরে প্রতারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন 1

ভবতু সর্ব মঙ্গলম্ 11

